মানব জীবনের কল্যাণমণ্ডিত ও সম্পূর্ণতম আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য 'তাক্ওয়ার' সমস্ত রাস্তায় নিজের পদক্ষেপ দৃঢ় করা। 'তাক্ওয়া'র সুক্ষ্ম রাস্তা, আধ্যাত্মিক সুন্দরতার সুক্ষ্ম চিহ্ন তথা আকর্ষিত রূপ-রেখা বিদ্যমান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

22 APRIL 2022

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, ইউ.কে এর মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত ২২ এপ্রিল ২০২২ তারিখের জুম'আর খুৎবার সারাংশ।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন;

আজকাল আমরা পবিত্র রমযান মাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি; আর মোটামোটি এর দুটি আশরাহ শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ্তাআলার ফযলে প্রত্যেক মোমিন এ মাসে এ-চেষ্টাই করে থাকে; যাতে করে সে এ মাসের বিশেষ ঐশী কৃপা থেকে যেন বেশী লাভবান হতে পারে।

আল্লাহ্তাআলা রোযার বিষয়ে জরুরী নির্দেশ সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে প্রথমেই রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন; রোযা এজন্যই তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে; যাতে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার। সুতরাং রোযা ও রমযান থেকে আমরা তখনই লাভবান হতে পারি যখন আমরা রোযা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের তাকওয়ার স্তরকে আরো উন্নত করতে পারব। প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতির হাত হতে বাঁচার জন্যে আমরা খোদার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকব।

আঁহযরত (সাঃ) বলেছেন; রোযা ঢাল স্বরূপ। শুধু নামমাত্র রোযা রাখা কি আমাদের জন্য যথেষ্ট? সেহেরী ও ইফতারী করাই কি আমাদের রোযা রাখার উদ্দেশ্য? আমাদের এতটুকু কাজই কি আমাদেরকে রোযার ঢালের পেছনে নিয়ে আসবে যে, আমরা সেহেরী আর ইফতার করেছি? না! তা নয়। বরঞ্চ রোযার আনুষঙ্গিক এবং মূল বিষয়গুলি দেখতে হবে; যেমনটি খোদাতাআলা বর্ণনা করেছেন আর আমিও আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি; তা এই; لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার। সুতরাং যদি আমরা আমাদের রোযা সমূহ কে, আমাদের রমযানকে; সেইরূপ রোযা ও রমযানে পরিবর্তন করতে পারি যা শুধুমাত্র খোদাতাআলার উদ্দেশ্যেই হতে পারে, আল্লাহ্তাআলার সম্মানার্থে ও আল্লাহ্তাআলার ইচ্ছার জন্যেই হয়ে থাকে; এবং যার প্রতিদান শুধুমাত্র আল্লাহ্তাআলা স্বয়ং। তাহলে আমাদের এ রোযার মান-কে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে; যেমনটি আল্লাহ্তাআলা আমাদের নিকট হতে প্রত্যাশা করছেন।

আমরা নিজেদেরকে মোমিন বলে থাকি, মুসলমান বলে থাকি। এমন দাবী করে থাকি যে আমরা আঁহযরত (সাঃ)এর আদেশের মান্যকারী তথা তাঁর (সাঃ)এর ওপরে আমাদের ঈমানের পূর্ণতা প্রাপ্তকারী; একথাও আমরা স্বীকার করি যে, তাঁর (সাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের কথা ছিল; তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামে এসে গেছেন। এবং এখন দ্বীন ইসলামের অবশিষ্ট কাজ আল্লাহ্তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী এই মসীহ্ ও মাহদীর হাতে পূর্ণতা লাভ করবে। সুতরাং আমাদের ফরয এই যে; আমরা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সত্যিকারের ইসলামের আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারি।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাক্ওয়ার বিষয়ে কি বলেছেন; এ বিষয়ে আমরা যখন পর্যবেক্ষন করতে যাই তখন আমরা জ্ঞাত হই যে, তাক্ওয়া কি? যেমনটি আমি বলেছি, আমরা এ দাবী করে থাকি যে আমরা মুসলমান এবং আমরা ঈমান আনয়ন কারীদের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, ঈমানের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে **তাক্ওয়া** ধারণ করা।

অতঃপর তিনি আরও বলেন; তাক্ওয়া কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে; প্রত্যেক প্রকারের গুনাহ্ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এখন যদি আমরা গভীরভাবে এ বিষয়টিকে নিরীক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে; এটা কোন সাধারণ কথা নয়; দেখতে হবে যে; আমরা তাক্ওয়ার অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে কি আল্লাহ্তাআলার অধিকার রক্ষা করেছি? আল্লাহ্তাআলার সৃষ্ট জীবের অধিকার রক্ষা করতে পেরেছি? তিনি (আঃ) বলেন, তাক্ওয়ার পরিভাষা ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা সম্ভব নয়; যতক্ষণ না এ বিষয়ের প্রতি পূর্ণ জ্ঞান না হয়। বিদ্যা অর্জন করা অনিবার্য হয়ে যায় এজন্যই যে, বিদ্যা ছাড়া কোন কিছুই অর্জন সম্ভবপর নয়, মানুষ তা পেতে পারে না।

তিনি (আঃ) বলেন, এ জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য আল্লাহ্তাআলা'র অধিকার বলতে কি বোঝায়? বান্দার অধিকার বলতে কি বোঝায়? কোন্ কথার ওপরে আল্লাহ্তাআলা বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন? আর কোন্ কথার ওপরে আল্লাহ্তাআলার আদেশ রয়েছে? এ বিষয়ে জানতে হলে কুরআন শরীফ পড়। বলেন, তোমাদের উচিৎ যে, নিজেদের মন্দ কর্মকে লিপিবদ্ধ কর; যখন কুরআন শরীফ পড়তে থাক এবং খোদাতাআলার কৃপালাভের চেষ্টা করতে থাক, তখন ঐরূপ মন্দ হতে দূরে থাকার চেষ্টাও করতে থাক।

সুতরাং এই রমযানে আমরা কুরআন শরীফ পড়ছি। সাধারণতঃ কুরআন করীম পড়ার প্রতি অধিক মনোযোগ থাকলে এ চিন্তাধারার সহিত তা পড়তে হবে যে, এর আদেশ ও নিষেধকে আমাদের বিচার বিমর্ষ করতে হবে ও মন্দ কর্মকে প্রতিহত করতে হবে এবং সৎকর্মের চেষ্টা করতে হবে। তিনি (আঃ) বলেন, কুরআন শরীফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খোদাতাআলার আদেশ-নিষেধ সমূহ সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

তিনি (আঃ) এ বিষয়টিকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যতক্ষণ না মানুষ মুত্তাকী হয় না; তাঁর ইবাদত তথা দোয়াসমূহে কবুলিয়তের রং লাগে না; কেননা আল্লাহ্তাআলা বলেছেন যে, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (সূরা মায়েদা-২৮) অর্থাৎ **নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তাআলা মুত্তাকীদেরই এবাদত কবুল করে থাকেন।** তিনি (আঃ) বলেন; সত্যিকার অর্থে নামায, রোযা মুত্তাকীদেরই কবুল হয়ে থাকে।

এবাদতের কবুলিয়ত তথা এর অভিপ্রায় কী? এর উত্তর এটাই যে যখন আমরা একথা বলে থাকি যে নামায কবুল হয়ে গেছে; এর অর্থ এটাই যে নামাযের প্রভাব তথা বরকতসমূহ নামায পাঠকারীর মাঝে তৈরী হয়ে গেছে। যতক্ষণ না সেইরূপ বরকত তথা প্রভাব সৃষ্টি হয় না; বলেন যে, সেই সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র ঠোকর মারাই হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের এটাই দেখতে হবে যে; আমাদের রমযান, আমাদের রোযা কি আমাদেরকে সেই স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে? বলেন, সুতরাং প্রাথমিক পর্যায় তথা কষ্ট সেই মানুষের জন্য; যাঁরা মোমিন হতে চান, তা হল এই যে সমস্ত প্রকারের মন্দ কাজ হতে বিরত থাকুন, এরই নাম তাক্ওয়া।

অতএব আমাদের এবাদত, আমাদের রোযা, আমাদের কুরআন করীমের তেলাওয়াত এসমস্ত কিছুই আমাদের মধ্যে ক্রিয়াত্মক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অসমর্থ; তাছাড়া একমাত্র তাক্ওয়া প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যেই রোযা রাখা; যদি আমরা এ প্রাপ্ত করার প্রয়াস না করি; তাহলে বলা যায় যে, আমরা নিজেদের রোযা যথার্থভাবে পূর্ণ করিনি। আমরা সেই ঢাল এর ব্যাপারে কথা তো বলে থাকি; যার ব্যাপারে আঁহযরত (সাঃ) বলেছেন যে রোযা ঢাল স্বরূপ, কিন্তু আমরা

সেই ঢালের উপযোগের পদ্ধতি শেখায় প্রয়াস করিনি; আমরা সেহেরী এবং ইফতারীর ব্যাবস্থা তো করেছি; উপরন্ত আমরা সেহেরী এবং ইফতারী খাওয়ার যে উদ্দেশ্য তাকে পূর্ণ করিনি; আমরা সমস্ত দিন অভূক্ত যাপন করেছি কিন্তু আমরা সেই অভূক্ত থাকার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে পারিনি; যে উদ্দেশ্য তাক্ওয়া দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে তথা যে তাক্ওয়া আমাদের মধ্যে তৈরী হওয়ার প্রয়োজন। অতএব আমাদিগকে এ বিষয়ে নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন যে আমাদের মধ্যে তাক্ওয়া তৈরী হয়েছে না হয়নি।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) তাক্ওয়া সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর কিছু অন্য উদাহরণ আমাদের পথপ্রদর্শক স্বরূপ পেশ করেন; যা থেকে জানতে পারা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাক্ওয়া কি তথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কিরূপ তাক্ওয়া আমাদের মধ্যে তৈরী করতে চাইতেন?

বাস্তবিকভাবে তাক্ওয়া তাই, যদ্বারা মানুষকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয় তথা যার জন্য নবীর আগমন ঘটে থাকে; তা পৃথিবী থেকে উঠে গেছে। কেউ তে হবেন যিনি قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এর সত্যায়নকারী হবেন; অর্থাৎ যিনি এঁকে পবিত্র করেছেন; তিনি নিজ লক্ষ্য পেয়েছেন, পবিত্রতা তথা শুদ্ধতা উত্তম জিনিস; মানুষ পবিত্র তথা শুদ্ধ যখন হয়ে যান, ফেরেস্তা তখন তাঁর সহিত হাত মেলান।

লোকেদের মাঝে এর মহত্ব নেই, নচেৎ তার আনন্দের প্রতিটি মাধ্যম তার হালাল উপকরণের মাঝে বিদ্যমান। চোর চুরি করে, যাতে করে মাল সম্পদ পাওয়া যায়, কিন্তু যদি সে ধৈর্য্য দ্বারা কাজ নেয়; তাহলে খোদাতাআলা তাকে অন্য মাধ্যমে ধনী করে দেন। চুরি করার এ পদ্ধতি কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবেই হয় না; কিছু ব্যবসায়ী রয়েছে, যারা অনুচিতভাবে বেচাকেনা করে থাকে; তারাও এই চুরির পর্যায়ে পড়ে যায়। ঈমান যখন কোন মানুষের অন্তর হতে বের হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে এইরূপ কার্যকলাপ হতে থাকে।

বলেন! যেমন ধরুন, ছাগলের মাথার কাছে একটা সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে; এমতাবস্থায় সে কি ঘাস খেতে পারবে? ছাগলের ন্যায় সামান্য ঈমানও মানুষের মধ্যে নেই। গুনাহ্ তথা মন্দ কর্ম যখন মানুষে করতে থাকে; সেসময়ে তার এমনটা মনে হওয়া উচিৎ যে, খোদাতাআলা আমাদেরকে সর্বদা দেখছেন। বলেন, বাস্তবিক জড় তথা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্ওয়া, যে ব্যক্তি তাকওয়া পেয়ে যায়, সে সবকিছুই পেয়ে যায়; তাক্ওয়া ব্যতীত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে ছোট বা বড় ধরনের গুনাহ্ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে।

তাক্ওয়া থেকে প্রত্যেক জিনিস রয়েছে। এবং কুরআন করীম এ থেকেই শুরু হয়েছে। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর অভিপ্রায় হচ্ছে ঐ তাক্ওয়া। মানুষ যতক্ষন তা আমল করে; কিন্তু ভয়ের কারনে সে সাহস পায় না যে সে তাকে নিজে থেকে যুক্ত করে বলুক এবং আল্লাহ্র নিকট হতে সহায়তা প্রার্থনা করুক। আবার দ্বিতীয় অবস্থা هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ থেকে প্রারম্ভ হয়ে থাকে। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি সমস্ত কিছু সেসময়েই কবুল হয় যখন মানুষ মুত্তাকী হয়ে যায়। সেসময়ে পাপের দিকে আহ্বানকারী সমস্ত কিছুই আল্লাহ্তাআলা তার থেকে দূরে সরিয়ে দেন; যদি তার মাঝে তাক্ওয়া থাকে। স্ত্রীর প্রয়োজনে তাকে স্ত্রী দান করা হয়, ঔষধের প্রয়োজনে তাকে ঔষধ দেওয়া হয়, যা কিছুরই প্রয়োজন হয়ে থাকে প্রয়োজনানুযায়ী তাকে তাই দেওয়া হয় তথা তার জীবিকা এমন জায়গা থেকে দেওয়া হয় যে সে বুঝতেও পারে না।

আবার তিনি বলেন; এ নিয়মকে সর্বদা স্মরণ রেখো! মোমিনের কাজ হচ্ছে যে, তাকে যখন কোন সফলতা দেওয়া হয়, সে লজ্জিত হয় যে আমার মাঝে তো এ যোগ্যতা নেই; আল্লাহ্তাআলার দয়ায় তাকে এ সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে। তার মাঝে যখন এরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তখন সে আল্লাহ্তাআলার স্তুতি করতে থাকে। এরূপভাবেই সে তার প্রতিটি পদক্ষেপকে

আগে বাড়িয়ে থাকে; তথা প্রত্যেক পরীক্ষাতে সে দৃঢ়সংকল্প রেখে ঈমানে এগিয়ে যায়। বলেন, বাস্তবিকভাবে মোমিন প্রত্যেক জিনিসের সহিত যখন আল্লাহ্‌তাআলাকে সংযুক্ত করে থাকে; তখন তার নিকটে অনুকম্পার এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এভাবে একের পর এক খোদাতাআলা তার সামনে সফলতার নব নব পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে থাকেন। এভাবেই তার মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি হতে থাকে। إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا খোদা তাদের সঙ্গে থাকেন; যারা মুত্তাকী।

তিনি আবারও বলেন, মুত্তাকী ব্যক্তির ওপরে তাক্‌ওয়ার প্রভাব এ-দুনিয়া থেকেই শুরু হয়ে যায়। এ কেবলমাত্র বাকী'র খেলা নয় বরঞ্চ নগদে। যেমনভাবে বিষের প্রভাব শরীরে তৎক্ষনাৎ শুরু হয়ে যায় আবার বিষের ওষুধেও সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে; ঠিক তেমনি। সুতরাং যদি পূণ্য কাজ করা, এবাদত করা, সৎকর্ম করার পরেও মানুষের অবস্থার ওপরে এর প্রভাব না পড়ে তাহলে এটা অতীব চিন্তার বিষয়।

তিনি (আঃ) আরও বলেন, যতক্ষণ বাস্তবিকভাবে মানুষের ওপরে অনেক প্রকারের মৃত্যু না আসবে; সে মুত্তাকী হয়না। প্রত্যেক দিক হতে চোখ বন্ধ করে প্রথমে তাক্‌ওয়ার স্তর অতিক্রম কর; যত নবী (আঃ) এসেছেন-সকলের উদ্দেশ্য এই ছিল যে তাক্‌ওয়ার রাস্তা লোকেদেরকে দেখানো। إِنْ أَوْلِيَآؤُهٗۤ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ (সূরা আনফাল ৩৫) কুরআন শরীফ তাক্‌ওয়ার সুক্ষ্ম রাস্তা শেখায়.... সংক্ষিপ্ত সারাংশ, আমাদের শিক্ষা এটাই যে, মানুষ তার নিজের সমস্ত শক্তি যেন খোদার রাস্তায় লাগিয়ে দেয়।

খুৎবা সানিয়ার পূর্বে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে এ উপদেশ দিয়েছেন, এবং অনেক ধরনের উদাহরণ আমি তুলে ধরেছি; যাতে আমরা তাক্‌ওয়ার অর্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি তথা তাক্‌ওয়ার প্রকৃত জ্ঞান আমাদের লাভ হয়; যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর জামাতভূক্ত হয়ে তাক্‌ওয়ার বাস্তবিকতা উপলব্ধি করে আমরা যেন সেই রাস্তায় চলতে পারি। রমযানের এই শেষ দিনগুলিতে যতটা সম্ভব, আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে যে আমরা যেন তাক্‌ওয়া'র বাস্তবিকতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লা তথা আল্লাহ্‌তাআলার বান্দার অধিকার আদায়কারী হতে পারি, আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে তার তৌফিক দান করুন। আমিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

22 APRIL 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in